দৈনিক সংবাদ
তারিখ 19 MAR 1989 পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

031

# ক্যাম্পাস

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

চৌষট্টির জানুয়ারীতে, বিলেত থেকে দেশে ফেরার কয়েক দিন পর, চলে এসেছিলাম ক্যাম্পাসে। ইতিমধ্যে পঁচিশ বছর গড়িয়ে গেছে। সেদিনকার মোতিহারের কথা মনে আছে। অল্প ক'টি বাড়ি কেবলই উঠেছে। বেশীরভাগ ফাঁকা জায়গা--বৃক্ষবিরল, আজকের ক্যাম্পাস একটি রীতিমত জনপদ। সারা এলাকা জুড়ে নানা আকারের, নানা প্রকারের বাড়িঘরে পরিপূর্ণ। বহু মানুষের বসতি, রাস্তার দু'ধারে বিভিন্ন গাছের সারি, এদের বয়স দশ থেকে পঁচিশের মধ্যেই বেশী। '৭৩-এ যখন ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাই, এ শহর ছেড়েই চলে যাই--ঢাকায়, তখনও এসব গাছ কেবল বেড়ে উঠছে। এতদিনে তারা তাদের পুরো অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মোতিহার ক্যাম্পাসের আজকের রূপ, আজকের সৌন্দর্য অনেকটা তাদের নিয়েই।

মনে মনে একটা হিসেব দাঁড়িয়ে গেল। একটা বৃক্ষবিরল প্রায় তেপান্তর গোছের ভূমিখণ্ডে আজকের মোতিহারের মতো একটা ছায়াচ্ছন্ন লোকালয় গড়তে পঁচিশটি বছর লাগে। শর্ত আছে একটা: প্রতি বছর নিয়ম করে বেশ কিছু বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। কমসেকম পনের বছর ধরে। মোতিহার, আমার মতে এদেশে সুন্দরতম ক্যাম্পাস, ঢাকার রমনা তার পূর্ব গৌরবের অনেক কিছু খুইয়েছে বলেই কথাটা বলা সম্ভব হল। আজকের রমনার তুলনায়--আজকের মোতিহার নিঃসন্দেহে বেশী সুন্দর। তবে যে রমনা পঞ্চাশের পূর্বের বছরগুলোতে আমরা দেখেছি বা তারও আগে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখরা দেখেছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে একটু দ্বিধায় পড়তে হতো। রমনার সেই বঙ্কিম-সর্পিল রাস্তা ও সেই বৃক্ষ গৌরব ও সৌধগৌরব, সেই পারিপাট্য, সেই আভিজাত্য মোতিহার পায়নি, কারণ তার পেছনে ছিল এক সদ্য গঠিত প্রাদেশিক রাজধানীর প্রেরণা ও অর্থসম্পদ। অনেক কিছুই তাই বড়মাপের হতে পেরেছিল সেই রাজধানীসুলভ পরিকল্পনার বদৌলতে। ঐ সৌভাগ্য নিয়ে মোতিহার তার যাত্রা শুরু করেনি। না করলেও আজ মোতিহার ক্যাম্পাস পরিচয়ে সর্বাগ্রগণ্য।

মোতিহারের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী কি হবে, এই সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায়? চট্টগ্রাম? জাহাঙ্গীরনগর? এখনই বলা মুশকিল। তবে এদের একটি যে হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নির্ভর করবে, কোন্ ক্যাম্পাস এগিয়ে থাকে নগর পরিকল্পনার দিক দিয়ে, তার উপর। তবে রমনা পিছিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। মনে হয় তার এই পিছিয়ে পড়া অব্যাহত থাকবে।

আমার আনুগত্য কোন একটির প্রতি নয়--বরং ত্রিধাবিভক্ত। ঢাকা-রাজশাহী-জাহাঙ্গীরনগর--তিনের সংগে আমার নাড়ির টান। রমনাকে আমি তার স্থির যৌবনে দেখেছি, আমার নিজের যৌবনে। মোতিহার যৌবনবতী হলো আমার চোখের সামনে। জাহাঙ্গীরনগর, আমার এই পড়তি বয়সে, এখন উদ্ভিন্ন যৌবনা। হয়তো সামান্য একটু পক্ষপাত আমার আছে একটির প্রতি তবে সে কথাটা আমার মনেই থাক।

ক্যাম্পাস--অর্থাৎ শহরের বাইরে কখনো বা শহরের উপকণ্ঠে, কখনো বা বেশ দূরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় পুরী--বাংলাদেশের জনবহুলতা, স্থান স্বল্পতা ও সম্পদহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিলাস বলে মনে হতে পারে। এর সপক্ষে একটাই বলার আছে, এই বিলাসী স্বপ্নটা আজকের নয়, এই উপমহাদেশেও এর একটা পুরনো ঐতিহ্য আছে। এবং এটা যে পশ্চিমের অবদান তাও নয়। দূর অতীতেও এ ধরনের বিদ্যানগরী এতদঞ্চলে ছিল, ঐতিহাসিকরা বলবেন। বৃটিশ আমলে যখন একটি দু'টি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগল, দেখা গেল প্রতিষ্ঠাতাগণ অনেকেই কল্পনায়--আকাঙ্ক্ষায় যথেষ্ট উদার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সামর্থ্যের অভাব তাদের কল্পনাকে খর্ব করতে পারেনি। আর কল্পনার উচ্চতা ছিলো বলেই বোধ হয়, সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা তারা জয় করতে পেরেছিলেন। প্রমাণ আলীগড়, বানারসী ও শান্তিনিকেতন।

আমি কি ক্যাম্পাসের পক্ষে না বিপক্ষে? প্রশ্নটা আমি নিজেই নিজেকে করছি, গত কয়েক বছর ধরে। করছি এ জন্য যে বড় স্বপ্ন নিয়ে বিড়ম্বনা আমাদের কম হয়নি। বিড়ম্বনা শুধু যারা গড়ার কর্তা তাদের নয়। যারা পড়ার দলে সেই পড়ুয়াদেরও। এই বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতা কম-বেশী আমাদের আছে বলেই মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ক্যাম্পাস বোধ হয়, আমাদের দেশে গরীবের ঘোড়া রোগ। সাধ আছে আমাদের সাধ্য নেই, সামান্য সম্পদ যা আছে কাকে দেবো, কাকে দেখব?

একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে অন্ততঃ এতদিনে। ছাত্র সমাজকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যারা ক্যাম্পাস চান তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। দূরের ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হলে প্রশাসন কেন্দ্রে তার আঁচ লাগবে না, এও এক অবাস্তব ধারণা। ঐ নেতিবাচক চিন্তায় কেউ যেন এক দূরবর্তী বিদ্যাপুরীর কল্পনা না করেন, আর এই ছোট্ট দেশের কোন জায়গাই শেষ পর্যন্ত দূরবর্তী থাকবে না। সুতরাং ক্যাম্পাস হোক, তবে শহর ঘেঁষে হোক। এতে প্রয়োজনীয় বিচ্ছিন্নতাও থাকবে; আবার পৌর সুযোগ সুবিধাগুলোও অতিরিক্ত মূল্যে কিনতে হবে না। আপাততঃ নগর সংলগ্ন ক্যাম্পাসই আমার কাছে বাস্তবসম্মত চিন্তা বলে মনে হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো তাহলে? ক্যাম্পাসই চাই। বাংলাদেশের সুন্দরতম ক্যাম্পাসে বসে লিখছি বলেই বোধহয় সাহস করে কথাটা বলতে পারলাম।

আরও একটা কথা। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হলেই তার একটা বিশাল বিস্তীর্ণ ক্যাম্পাস হতেই হবে, এটা একটা ভুল ধারণা। অল্প পরিসরেও বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, গড়ে উঠেছে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে এর। প্রতিষ্ঠান একটি শহরের একটি সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে থাকতে পারে--যেমন ঢাকা, যেমন কেম্ব্রিজ। আবার একটা ছোট মাপের শহরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকতে পারে। যেমন অক্সফোর্ড। অক্সফোর্ড সম্বন্ধে সেই আমেরিকান টুরিস্টের বিস্মিত প্রশ্নটি মনে পড়ে গেল, সারাদিন শহরময় ঘুরে ঘুরে দিনের শেষে একজনকে জিজ্ঞেস করছে--সবই দেখলাম, বাট হোয়ার ইজ দি ইউনিভার্সিটি।

বোধহয় মনাস্টারী থেকে উদ্ভূত বলেই অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজের স্থাপত্যে কিছুস্থায়ী চিহ্ন রয়ে গেছে, সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীদের উঁচু-পাঁচিলঘেরা জীবন কল্পনার। এদিক দিয়ে আমার পছন্দ, আমার আদর্শও বলতে পারি। প্রিন্সটন। প্রিন্সটন একটা পল্লী। এখানে আছে ছোট ও মাঝারি মাপের বাড়িঘর, অতিকায় কিছুই চোখে পড়ে না। পথিকের স্বপ্ন মনে হয় সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিল তারা। যারা গড়েছিল এই বিদ্যাপুরী, এর স্থাপত্যে ও নগর পরিকল্পনায় এক বিনম্র ভব্যতাবোধ দেখেছি। সেও তো তিরিশ বছর আগের কথা। জানি না ইতিমধ্যে এমন কিছু হয়েছে কি না, যাতে আমার সেই ত্রিশ বছর পূর্বের ধারণা মিথ্যা হয়ে যায়। প্রিন্সটনের সহায়সম্পদের অভাব আছে, কেউ বলবে না। একটা নতুন ভাবনা, একটা পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পেয়েছিলাম প্রিন্সটনে। আর ক্যাম্পাস যে একটি পল্লীর রূপ নিতে পারে, উচ্চাভিলাষী, আকাশস্পর্শী সৌধের দেশে, তা প্রিন্সটনই আমার মনে গেঁথে দিয়েছিল।

ক্যাম্পাস প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে সেটা বলেই ফেলি। ক্যাম্পাসের পেছনে যেমন আশ্রমের পেছনে আছে যে ধারণা সে হল আবাসিকতার। মনাস্টারী থেকেই এর উদ্ভব। আজকের এই গৃহহীনতার যুগে, এই ছোটাছুটির কালে, বিশেষতঃ শিক্ষা যখন আর সন্ন্যাসী নন, রীতিমতো গৃহী, তখন কি পুরনো আদর্শের ক্যাম্পাস কিছুটা অবাস্তব কল্পনা নয়? আর ক্যাম্পাসে কেবল ছাত্ররাই থাকবে তাদের বইপত্র নিয়ে আর শিক্ষকরা থাকবেন দূরে, তাদের নিজস্ব সংসার নিয়ে সারা দিনের একটা ক্ষুদ্র অংশ কাটাবেন ক্যাম্পাসে, বাকী সময়টা অন্যত্র--এটা কি কোন ক্যাম্পাস গড়ার উপযুক্ত পরিবেশ বা পরিস্থিতি?

সন্দেহটা নিছক সন্দেহ নয়, বাস্তব সমস্যা এবং এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আজ দেশে বিদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। আপোষ করতে হচ্ছে বাস্তবতার সঙ্গে, মেনে নিতে হচ্ছে এক ভীষণ, এক নির্মম অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে ও মানুষের স্বাভাবিক সংসার ধর্মকে। ছাত্রদের কাছেও অতীতকালের অনেক প্রত্যাশাকে ভুলে গিয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে যে তারাও এই জগৎ সংসারেরই অংশ। সবকিছু মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে ক্যাম্পাসের প্রয়োজন আছে, তবে তার চরিত্র হবে যুগোপযোগী, পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

জুবেরী হাউস, রাজশাহী,
৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।